



বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পত্র নম্বর: বা.জা.জা./প্রশা./সুদাচার/১-বি-৭৯(২)/২০১৮-২০১৯/৪৪০৪(১০০) তারিখ: ১০/৬/২০১৯

বিষয়: গণশুনানীতে অংশগ্রহণের আহ্বান।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত এশিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ জাদুঘর। ১৯১৩ সালে ব্রিটিশ বাংলার কয়েকজন সমাজ সংস্কারক ঐতিহ্যপ্রেমী এবং বিদ্যোৎসাহীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তৎকালীন সচিবালয়ে (বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) ক্ষুদ্র পরিসরে ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞানী-গুণীজনদের অংশগ্রহণ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মূল্যবান পরামর্শ, উপহার দাতাদের অবদান, সুহৃদদের সহযোগিতা, জাদুঘর কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম সর্বোপরি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮৩ সালে ঢাকা জাদুঘর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব যেমন বেড়েছে, তেমনি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে প্রতিষ্ঠানটি বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হয়েছে। জাদুঘরের ৪৫টি গ্যালারিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শনের পাশাপাশি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে। তদপুরি প্রাকৃতিক ইতিহাস, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উপাদান, সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতার নানা উপাদানে সমৃদ্ধ করা হয়েছে জাদুঘরের গ্যালারিসমূহ।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনাতয়নে আগামী ১২ জুন ২০১৯, বুধবার সকাল ১১টায় গণশুনানীর আয়োজন করা হয়েছে। স্টেক হোল্ডারদের (অংশীজন) প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, জাদুঘরের অগ্রযাত্রা, উন্নয়ন ও সাফল্যের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞলক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কতটুকু সফল হয়েছে এ বিষয়ে গঠনমূলক সমালোচনা করার জন্য আপনি/আপনার মনোনীত প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হলো।

আপনার গঠনমূলক সমালোচনা জাদুঘরের আগামী দিনের পথ চলার পাথেয় হিসেবে বিবেচিত হবে। আপনার সহযোগিতা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখবে।


২০/৬/১৯
মো. আবদুল মজিদ

সচিব

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

C:\Users\Desktop\SYED SIR\Officer Order Folder\Office Order Sudachar kosul.doc.docx